পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুর নিজ নামকীর্তনে ঐশ্বর্য-প্রকাশ, 'দুঃখী'-দাসীর গঙ্গাজল-আনয়ন-দ্বারা প্রভুসেবা, 'দুঃখী'র 'সুখী'-নামকরণ, শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি, প্রভু-কর্তৃক মৃত বালকের মুখে তত্ত্বকথা কীর্তন-দ্বারা শ্রীবাস গোষ্ঠীর শোক-শাতন এবং গদাধরকে অচর্ন-ভার প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে সংকীর্তন-বিলাসে সর্বদা আবিষ্ট থাকিতেন এবং নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেন। বাহ্যপ্রাপ্তিতে সগণ গঙ্গা-স্নান করিলেন, কখনও বা ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভুকে স্নান করাইয়া দিতেন।

প্রভুর আনন্দ-নৃত্যকালে 'দুঃখী'-দাসী সজল-নয়নে নৃত্য দেখিত এবং কুম্ভসকল গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া সারি দিয়া রাখিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া পরম সন্তোষে শ্রীবাসের নিকট জল-আনয়ন-কারীর পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্বক তাদৃশ সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও 'দুঃখী' হইতে পারে না---ইহা বিচার করিয়া তাহার 'সুখী' নাম রাখিলেন।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু কীর্তন-বিলাসে মত্ত থাকিলে শ্রীবাসপুত্রের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল। অকস্মাৎ নারীগণের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস গৃহে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরের নৃত্যকালীন প্রেমানন্দ-ব্যাঘাত-কারক মায়িক ব্যবহার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে বলিলেন; নতুবা গঙ্গাজলে নিজপ্রাণ বিসর্জনের ভয় দেখাইলেন এবং প্রভুর কীর্তনে পরমোল্লাসে যোগদান করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু নিজ চিত্তে আনন্দের অভাবের ছল উঠাইয়া শ্রীবাস-গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিযাছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ সমস্ত বিষয় প্রভু-স্থানে নিবেদন করিলেন। প্রভু শ্রীবাসের প্রভু-প্রীতি-চেষ্টা-দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মৃত বালককে সম্বোধন করিয়া তাহাকে শ্রীবাস-গৃহ-ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৃত শিশু উত্তর করিল যে, তাহার ঐ দেহে যত দিন নির্বন্ধ ছিল, সে তাহা ভোগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছে, সকলেই আপনাপন কর্মফল ভোগ করে, পিতা-মাতা-পুত্রাদি-সম্বন্ধ বৃথা।

মৃতের মুখে তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোক দূর হইল। সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া বিনয় সহকারে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রেমানন্দে কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সংসারের রীতির কথা জানাইয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতা শ্রীবাসের পুত্ররূপে অবস্থান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক-বিধান-মতে বিষ্ণুপূজার আয়োজন করিতেন, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া অর্চন-কার্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় অর্চন-ভার শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সমর্পণ করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

সগোষ্ঠী চৈতন্যদেবের জয়গান—

জয় জয় সর্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় বিপ্র-বেদ-ধর্ম-ন্যাসীর মহেন্দ্র।।১।।

জয় শচী-গর্ভ-রত্ন-কারুণ্য-সাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় বিশ্বম্ভর।।২।।

ভক্তগোষ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

মধ্যখণ্ডের কথার মাহাত্ম্য—

মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তিরসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্বপ্রাণ।।৪।।

প্রভুর নিরন্তর হরিকীর্তন ও বিবিধ ঐশ্বর্য-প্রকাশ—

নিরবধি করে প্রভু হরি-সংকীর্তন।
আপন ঐশ্বর্য প্রকাশয়ে সর্বক্ষণ।।৫।।

প্রভুর নিজ নামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকার—

নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে।।৬।।
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়।।৭।।
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত।।৮।।

প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তিতে কৃত্য—

বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু সর্বগণ লঞা।
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া।।৯।।
কোনদিন নৃত্য করি' বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব ভক্তগণে।।১০।।

শ্রীবাস-দাসী 'দুঃখী'র সেবা—

যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে।।১১।।
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে।।১২।।

'দুঃখী'র সেবায় প্রভুর সন্তোষ ও 'সুখী'-নামকরণ—

সারি করি' চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন।।১৩।।
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গা-জল কোন্ জনে আনে?"১৪।।
শ্রীবাস বলয়ে—"প্রভু, 'দুঃখী' বহি' আনে।"
প্রভু বলে,—"'সুখী' করি' বল সর্বজনে।।১৫।।
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্বকাল 'সুখ'-হেন মোর চিত্তে লয়।।"১৬।।

'দুঃখী'র প্রতি প্রভুর কৃপায় ভক্তগণের আনন্দ ও 'দুঃখী'কে 'সুখী সম্বোধন—

এতেক কারুণ্য শুনি' প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে।।১৭।।
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
'দাসী'-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্বথায়।।১৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বলোকনাথ,—পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দশ-লোকের নাথসমূহের একমাত্র পূজ্যবিগ্রহ এবং তিনিই সকল জগতের একমাত্র নাথ বা পতি।

বিপ্র-মহেন্দ্র,—ভগবানের জীবশক্তিতে প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে তাহাকে 'ইন্দ্র' বলে; যাবতীয় বর্ণের গুরু 'বিপ্র'। বিপ্রসজ্জায় যিনি 'ইন্দ্র' বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

বেদ-মহেন্দ্র,—বেদপুরুষ ইন্দ্রগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম-মহেন্দ্র—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গগণ—ইন্দ্রসদৃশ। তদরিক্ত পরধর্মমূর্তি অধোক্ষজ-সেবা-ধর্মের প্রবর্তক।

ন্যাসি-মহেন্দ্র, কর্মি সন্ন্যাসী, জ্ঞানি-সন্ন্যাসী ও যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি ইন্দ্রতুল্য শ্রেষ্ঠ; শ্রীগৌরসুন্দর ফল্গুবৈরাগ্যের অকর্মন্যতা ও যুক্তবৈরাগ্যের তারতম্য-প্রদর্শক বলিয়া তিনি 'ন্যাসি-মহেন্দ্র'।।১।।

নিজনামাবেশে—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। কৃষ্ণনামে বিভোর থাকায় তাঁহাকে নিজ নামকীর্তন-প্রেমাবেশে অবস্থিত বলা হয়।।৬।।

শ্রীচতুর্মুখ ব্রহ্মা ভগবানের সেবক-সূত্রে ভগবত্তনুর বন্দনা করিয়া থাকেন। স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতিরসে পূর্ণ থাকিলেও বহির্জগতের নির্মলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি রজোমণ্ডিত।।৭।।

কৃষ্ণসেবা-চেষ্টাহীন সন্ন্যাস বা প্রায়শ্চিত্তাদি যম যাতনা-নিবারণে অসমর্থ—

প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই।।১৯।।

প্রেমনিষ্ঠা ব্যতীত জন্মৈশ্বর্যাদির নিষ্ফলতা—

কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়।।২০।।

গৌরসুন্দর-কর্তৃক বেদ-ভাগবত-তত্ত্বের আদর্শ-প্রদর্শন—

যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে।।২১।।

কৃষ্ণভক্তকে নিম্নাবস্থানে অবস্থিত বিবেচনাকারী বৃথা অভিমানী অপেক্ষা ভক্তগৃহের দাসীর সৌভাগ্যাধিক্য—

দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল।।২২।।
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁ'র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি-সীমা।।২৩।।

শ্রীবাসপুত্রের পরলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসের আচরণ—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্তন করে।।২৪।।
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ।।২৫।।
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন।।২৬।।
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে, পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস।।২৭।।
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব জ্ঞানী।
স্ত্রী-গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি।।২৮।।
'তোমরা তো সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর' রোদন সবে, চিত্তে দেহ' ক্ষমা।।২৯।।
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁ'র নাম।
অতি মহা-পাতকীও যায় কৃষ্ণধাম।।৩০।।
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁ'র ব্রহ্মাদিক ভৃত্য।।৩১।।
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক? ৩২।।
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে।।৩৩।।
যদি বা সংসার-ধর্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ, যা'র যেই লয় চিত্তে।।৩৪।।

বাহিরের দিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অথবা নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের প্রীতি অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সেবা করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।।১৯।।

উচ্চবংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা বিদ্যার প্রতিভা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে ভগবৎপ্রীতি উৎপন্ন হয় না; পরন্তু তাঁহার অনুকূল অনুশীলনে প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। কর্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর কৃষ্ণপ্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচিত।।২০।।

শ্রীবাস-গৃহের পরিচারিকা হইয়া দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদনুষ্ঠান-ফলে ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুণ্যবতী 'দুঃখী'কে 'সুখি' নামে অভিহিত করেন। এই সকল অনুষ্ঠান 'বেদশাস্ত্র' ও 'ভাগবত' প্রভৃতিতে বর্ণিত তত্ত্বসমূহেরই উদাহরণ। পরিদর্শন-সম্প্রদায় দূর হইতে বিচার করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিম্নাবস্থান বিবেচনা করিলে তাহাদের বৃথা অভিমান-মাত্র হয়।।২২।।

তথ্য। "শোকশাতন"—প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাসঅঙ্গনে, সঙ্গোপনে গোরামণি। শ্রীহরি-কীর্তনে, নাচে নানারঙ্গে, উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি।।১।। মৃদঙ্গ মাদল, বাজে করতাল, মাঝে মাঝে জয়তুর। প্রভুর নটন, দেখি' সকলের, হইল সন্তাপ দূর।।২।। অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন, সকল ভকতগণ। আপনা পাসরি', গোরাচাঁদে ঘেরি', নাচে গায় অনুক্ষণ।।৩।। এমত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে, শ্রীবাসের অন্তঃপুরে। তনয়বিয়োগে, নারীগণ শোকে, প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে।।৪।। ক্রন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ,

অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনিয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখভঙ্গ-হয়ে।।৩৫।।

কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্বথায়।।''৩৬।।

ভকতিবিনোদ ডরে। শ্রীবাস অমনি বুঝিল কারণ, পশিল আপন ঘরে।।৫।। প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণ শান্ত করে, শ্রীবাস অমিয় উপদেশে। শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ, কিবা দুঃখ থাকে কৃষ্ণাবেশে।।৬।। কৃষ্ণ নিত্য সুত যা'র শোক কভু নাহি তার, অনিত্যে আসক্তি সর্বনাশ। আসিয়াছ এ সংসারে 'কৃষ্ণ' ভজিবার তরে, নিত্য-তত্ত্বে করহ বিলাস।।৭।।এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর, কৃষ্ণচন্দ্রেরতি, কৃষ্ণেজ্ঞান, ধন, জন, প্রাণ। এ-দেহ অনুগ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-সুত' অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান'।।৮।। কে বা কার পতি সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ কৃত, চাহিলে রাখিতে নারে তারে। করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে, কর্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে।।৯।। ইথে সুখ দুঃখ মানি' অধোগতি লভে প্রাণী, কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে। শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ' সবে' ভকতিবিনোদ-বাঞ্ছা পূরে।।১০।। ধন, জন, দেহ, গেহ, কৃষ্ণে সমর্পণ। করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ।।১১।। তবে কেন মম সুত বলি' কর দুঃখ। কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তাঁ'র সুখ।।১২।। কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা। তাহে সুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা।।১৩।। যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল; ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।১৪।। দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে। রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে।।১৫।। কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা। তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।১৬।। ত্যজিয়া সকল শোক শুন 'কৃষ্ণ'-নাম। পরম আনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম।।১৭।। ভকতি-বিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে। আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে।।১৮।। সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি'। ছোড়বি মোহ শোক চিত্তবিকারী।।১৯।। চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা। শচী-নন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা।।২০।। সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর। নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ-বিভোর।।২১।। শুনত নাম গান বালক মোর। ছোড়ল দেহ' হরি-প্রীতি বিভোর।।২২।। ঐছন ভাগ যব ভই হামারা। তবহুঁ হঁউ ভর-সাগর-পারা।।২৩।। তুঁহু সবু বিছরি এহি বিচারা। কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা।২৪।। স্থির নাহি হওবি যদি উপদেশে। বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে।।২৫।। পশিবুঁ হাম সুরতটিনী মাহে। ভকতিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে।।২৬।। শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া, সাধ্বী পতিব্রতাগণ। শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি', হরি-রসে দিল মন।।২৭।। শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া, অঙ্গনে আইল পুনঃ। নাচে গোরা সনে, সকল পাসরি', গায় নন্দসুত-গুণ।।২৮।। চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার, অঙ্গনে কেহ না জানে। শ্রীনাম মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর, রজনী অতীত গানে।।২৯।। কীর্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি, আজি কেন পাই দুঃখ। বুঝি, এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল, ঘটিয়া হরিল সুখ।।৩০।। তবে ভক্তগণ, নিবেদন করে, শ্রীবাস-শিশুর কথা। শুনি' গোরা-রায়, বলে হায় হায়, মরমে পাইনু ব্যাথা।।৩১।। কেন না কহিলে, আমারে তখন, বিপদ-সংবাদ সবে। ভকতিবিনোদ, ভকত বৎসল, স্নেহেতে মজিল তবে।।৩২।। প্রভুর বচন, তখন শুনিয়া শ্রীবাস লোটাঞা ভূমি। বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না পারি আমি।।৩৩।। একটী তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা দুঃখ। যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া, তবু ত পাইব সুখ।।৩৪।। তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, মরণ হইত হরি। তাই কুসংবাদ, না দিল তোমারে, বিপদ্ আশঙ্কা করি'।।৩৫।। এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে, সৎকার করুন সবে। এতেক শুনিয়া, গোরাদ্বিজমণি, কাঁদিতে লাগিল তবে।।৩৬।। কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব, পরাণ বিকল হয়। সে কথা শুনিয়া, ভকতিবিনোদ, মনেতে পাইল ভয়।।৩৭।। গোরাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ। মৃত সুতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ।।৩৮।। কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে' তখন। শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু' যাও কি কারণ?৩৯।। মৃত শিশুমখে জীব করে নিবেদন। লোক শিক্ষা লাগি' প্রভু তব আচরণ।।৪০।। তুমি ত' পরম তত্ত্ব অনন্ত অদ্বয়। পরাশক্তি তোমার অভিন্ন-তত্ত্ব হয়।।৪১।। সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ। তব ইচ্ছামত-করায় তোমার বিলাস।।৪২।। চিচ্ছক্তিস্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া। তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া।।৪৩।। জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে। তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে।।৪৪।। মায়াশক্তি হ'য়ে করে প্রপঞ্চ-সৃজন। বহির্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন।।৪৫।। ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে। বহির্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে।।৪৬।। ''পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি, স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস। পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি, তুয়া পদ ছাড়ি' সর্বনাশ।।৪৭।। স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন, স্ব স্বভাব ছাড়িল আমায়। প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্মের ধন্ধে, কর্মচক্রে আমারে ফেলায়।।৪৮।। মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে

সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্তনে।।৩৭।।
পরানন্দে সংকীর্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস।।৩৮।।

এ জগতে, অদৃষ্ট নির্বন্ধ লৌহ-করে। সেই'ত নির্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে, পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে।।৪৯।। সে নির্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়, আমি'ত থাকিতে নারি আর। তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্বল, আমি জীব অকিঞ্চন ছার।।৫০।। যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি, কার কে বা পুত্র পতি পিতা। জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য সব, তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা।।৫১।। সংযোগে বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি, তব পদে ছাড়েন আশ্রয়। মায়ার গর্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে, ভক্তিবিনোদের সেই ভয়।।৫২।। বাঁধিলমায়া, যেদিন হ'তে, অবিদ্যা-মোহ-ডোরে। অনেক জন্ম, লভিনু আমি, ফিরিনু মায়াঘোরে।।৫৩।। দেবদানব, মানব-পশু, পতঙ্গ-কীট হ'য়ে। স্বর্গে-নরকে, ভূতলে ফিরি, অনিত্য আশা ল'য়ে।।৫৪।। না জানি কি বা, সুকৃতি-বলে শ্রীবাসসুত হৈনু। নদীয়া-ধামে, চরণ তব, দরশ পরশ কৈনু।।৫৫।। সকল বারে, মরণ-কালে, অনেক দুঃখ পাই। তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে, এবার চ'লে যাই।।৫৬।। ইচ্ছায় তোর, জনম যদি, আবার হয়, হরি! চরণে তব, প্রেম-ভকতি, থাকে মিনতি করি। ৫৭।। যখন শিশু, নীরব ভেল, দেখিয়া প্রভুর লীলা। শ্রীবাস-গোষ্ঠী ত্যজিয়া শোক, আনন্দ মগন ভেলা।।৫৮।। গৌর-চরিত, অমৃতধারা, করিতে করিতে পান। ভক্তিবিনোদ শ্রীবাসে মাগে', যায় যেন মোর প্রাণ।।৫৯।। শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহ মোহ দাস। তুয়া প্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ।।৬০।। ভক্তগণ সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত। জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত।।৬১।। প্রপঞ্চ-কারা রক্ষিণী মায়ার বন্ধন। তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন।।৬২।। ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া। আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা।।৬৩।। মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসার। শিখুক্ গৃহস্থ জন তোমার আচরণ।।৬৪।। তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ। আমা দুঁহে সুত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ।।৬৫।। নিত্যতত্ত্ব সুত যাঁর অনিত্য তনয়ে। আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে।।৬৬।। ভক্তিতে তোমার ঋণী আমি চিরদিন। তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ।।৬৭।। শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন। কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গ-চরণ।।৬৮।। শ্রীবাসের প্রতি, চৈতন্যপ্রসাদ, দেখিয়া সকল জন। জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, বলি' নাচে ঘন ঘন।।৬৯।। শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব উঠিল, তাহা কি বর্ণন হয়। ভাবযুদ্ধ-সনে, আনন্দ-ক্রন্দন, উঠে কৃষ্ণপ্রেমময়।।৭০।। চারি ভাই পড়ি' প্রভুর চরণে প্রেম গদগদ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি করিয়া, গড়ি' যায় প্রেমভরে।।৭১।। ওহে প্রাণেশ্বর এ হেন বিপদ, প্রতিদিন যেন হয়। যাহাতে তোমার চরণ-যুগলে আসক্তি বাড়িতে রয়।।৭২।। বিপদ সম্পদে, সেই দিন ভাল, যে দিন তোমারে স্মরি।। তোমার স্মরণ-রহিত যে দিন, সেদিন বিপদ হরি।।৭৩।। শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া ভকতিবিনোদ ভনে। তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া, দেখাও দুর্গত জনে।।৭৪।। মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকত-বৎসল। ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল।।৭৫।। গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে। বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে।।৭৬।। জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার।। সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার।।৭৭।। মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে। উথলি জাহ্নবীদেবী শিশু লয় কোলে।।৭৮।। উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল। শিশু কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল।।৭৯।। জাহ্নবীর ভাব দেখি, যত ভক্তগণ। শ্রীনাম-মঙ্গল-ধ্বনি করে অনুক্ষণ।।৮০।। স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প-বরিষণ। বিমান সঙ্কুল তবে ছাইল গগন।।৮১।। এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন। সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্বজন।।৮২।। পরম আনন্দে সবে গেল নিজ ঘরে। ভকতিবিনোদ মজে গোরা-ভাবভরে।।৮৩।। (শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)----নদীয়া-নগরে গোরা-রচিত অমৃত। পিয়া, শোক ভয় ছাড়', স্থির কর চিত।।৮৪।। অনিত্য সংসার ভাই, কৃষ্ণ মাত্র সার। গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ভজ' অনিবার।।৮৫।। গোরার চরণ ধরি' যেই ভাগ্যবান্। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণ।।৮৬।। রাধাকৃষ্ণ----গোরাচাঁদ, ন'দে----বৃন্দাবন। এই মাত্র কর সার, পাবে নিত্য ধন।।৮৭।। বিদ্যাবুদ্ধি হীন অকিঞ্চন ছার। কর্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার।।৮৮।। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি। ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি।।৮৯।। যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে। শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে।।৯০।। বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া। এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া।।৯১।।----(শ্রীগীতমালা)।।২৪-৩৩।।

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা।।৩৯।।

প্রভুর স্বানুভাবানন্দে নৃত্য—

স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণে রহিলেন লই' ভক্তবৃন্দ।।৪০।।

ভক্তগণের শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণে আচরণ—

পরম্পরা শুনিলেন সর্ব-ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন।।৪১।।
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে।।৪২।।

সর্বজ্ঞ প্রভুর জিজ্ঞাসা ও ভক্তগণের উত্তর—

সর্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব-জনের অন্তর।।৪৩।।
প্রভু বলে,—"আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে।।"৪৪।।
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যা'র ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ।।"৪৫।।
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত।।৪৬।।
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু,—"কহ কতক্ষণ?"
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন।।৪৭।।
"তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ।৪৮।।
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য করিতে সত্বর।।"৪৯।।
শুনি' শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ।।৫০।।

শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তসঙ্গ-ত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা—

প্রভু বলে,—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি' মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে।।৫১।।
"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে।।"৫২।।

প্রভুর বাক্য শ্রবণে ভক্তগণের চিন্তা ও ক্রন্দন—

এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর।।৫৩।।
নাহি জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ।।৫৪।।
গারিহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি' কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস।।৫৫।।

মৃতের সৎকারার্থ সকলের চেষ্টা—

স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া।।৫৬।।

মৃত শিশুর প্রতি প্রভুর প্রশ্ন ও মৃতের উত্তর—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ?"৫৭।।
শিশু বলে,—"প্রভু, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার?"৫৮।।

মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক বিচারে পুত্রের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করে। শ্রীবাস এই প্রকার মায়িক ব্যবহার-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন-মুখে নৃত্যাদির সময় প্রভুর প্রেমানন্দের ব্যাঘাত হইবে বিবেচনা করিয়া এতাদৃশ মায়িক ব্যবহার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করিতে বলিলেন।।৩৪।।

স্বানুভাবানন্দ,----চেতনময় রাজ্যে জ্ঞেয়বস্তু কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি অনুভবকারী, অনুভবনীয় ব্যাপার ও অনুভূতি----এই ত্রিবিধ বিচিত্র বিলাসে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দানুভূতিতে দৃষ্ট হয়।।৪০।।

গৃহস্থগণ সংসারে অমঙ্গল উপস্থিত হইলে শোকে অধীর হন, বিশেষতঃ গৃহস্থের প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে যে অভাবজন্য শোক উপস্থিত হয় ভগবানের সান্নিধ্য-বিচারে তাহাতে শ্রীবাস মুগ্ধ হন নাই। সুতরাং ভগবদ্ভক্তকে প্রাকৃত-ব্যক্তি জ্ঞানে সমশ্রেণীতে গণনা করা যায় না। যিনি সর্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, তাঁহার কৃষ্ণেতর বস্তুতে প্রীতি সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ নগরের বন্ধুবর্গের প্রধান শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠাদর্শনে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করেন নাই।।৫২।।

মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত শুন সর্ব-ভক্তগণে।।৫৯।।
শিশু বলে,—"এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস।।৬০।।
নির্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্বন্ধিত-পুরী।।৬১।।
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা' না পাসরি।।৬২।।
কে কাহার বাপ, প্রভু কে কা'র নন্দন।
সবে আপনার কর্ম করয়ে ভুঞ্জন।।৬৩।।
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাম অন্য পুরে।।৬৪।।
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার।।"৬৫।।
এত বলি' নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।৬৬।।

মৃতপুত্র-মুখে তত্ত্বকথা-শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোকশাতন ও প্রভুর চরণে বিজ্ঞপ্তি—

মৃত-পুত্র-মুখে শুনি' অপূর্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব ভক্ত-গণ।।৬৭।।
পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির।।৬৮।।
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে।।৬৯।।
"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু।।৭০।।
যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে।।"৭১।।

ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন—

চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দিগে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।৭২।।
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেম-ময় হৈল শ্রীবাস-ভবন।।৭৩।।

প্রভু-কর্তৃক শ্রীবাস-মহিমা কীর্তন—

প্রভু বলে,—"শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি ত' সকল জান সংসারের রীত।।৭৪।।
এ সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়।।৭৫।।
আমি, নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর।।"৭৬।।

প্রভু-বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

শ্রীমুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি'।
চতুর্দিগে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি।।৭৭।।

সগণ প্রভু-কর্তৃক মৃতের সৎকার—

সর্বগণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্তন করিয়া।।৭৮।।
যথোচিত ক্রিয়া করি' কৈলা গঙ্গা-স্নান।
'কৃষ্ণ' বলি' সবে গৃহে করিলা পয়ান।।৭৯।।
প্রভু, ভক্ত-গণ সবে গেলা নিজঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল।।৮০।।

গূঢ় চৈতন্যলীলার ফলশ্রুতি—

এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন।।৮১।।

গৌর-নিতাইর পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ—

শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
'গৌরচন্দ্র' 'নিত্যানন্দ'—নন্দন যাঁহার।।৮২।।

ভগবান্ যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, সেরূপ বিচারে অনুগমন করাই পরম প্রয়োজন; নতুবা স্বেচ্ছাচারিতা-বশে ভগবন্নিয়তিকে অসম্মান করিয়া স্বীয় যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে কি সুবিধা হইবে? এবং অন্য কাহারও সাধ্যও নাই যে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে পারেন।।৫৮।।

যে কাল পর্যন্ত ভগবানের ইচ্ছায় আমি শ্রীবাসের পুত্ররূপে থাকিতে পারিয়াছি, তদধিক কাল এরূপে থাকিতে পারিব না। আমাকে যেখানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ শরীরই অতঃপর ধারণ করিব।

এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের–প্রতীত হয়, অভক্তের নয়।।৮৩।।
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব সব কথা।
মৃত-শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা।।৮৪।।
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বিহরয়ে সংকীর্তন-সুখে নিরন্তর।।৮৫।।

প্রেমোন্মত্ততা-প্রদর্শনে প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক বিধিমত অর্চন-অসামর্থ্য হেতু গদাধরকে অর্চন-ভার-প্রদান—

প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু-পূজিতে না পারে।।৮৬।।
স্নান করি' বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে।।৮৭।।
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে গিয়া।।৮৮।।
পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন।।৮৯।।
এই মত বস্ত্র-পরিবর্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র।।৯০।।
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য।।৯১।।
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে।।৯২।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৯৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মৃতশিশু-তত্ত্বজ্ঞান-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগৌরসুন্দর ইহার মুখে জন্মান্তর-বাদের বিচার জগজ্জীবকে জানাইলেন। স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম আধার নিত্য কাল স্থিতিবান্ নহে। জীবাত্মা এই স্থূল সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয়কে আবরণরূপে গ্রহণ করে এবং এই আবরণদ্বয়কে প্রয়োজনমত পুনরায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কর্মফলে কর্তৃত্বাভিমানবশে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম-আবরণ গ্রহণ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকায় বিচরণ সংঘটিত হয়। কর্ম জ্ঞানভূমিকায় আত্মা কখনও বিচরণ করেন না। ভুক্তি ও মুক্তির আধারদ্বয় কখনও আত্মার অবস্থিতির যোগ্য স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদবর্গের সঙ্গ যে সকলেই সর্বক্ষণ লাভ করিবেন এইরূপ সুকৃতি সকলের নাই, তজ্জন্যই মানব-জ্ঞানের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি পিপাসা ও ভগবৎসেবাবিমুখতা বর্তমান।।৬১।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন, ভগবদ্ভক্তের সংসারে কোন সম্বন্ধ কোনদিনই থাকে না। অনভিজ্ঞ জনগণের দর্শনে শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহস্থ ও সংসারী; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে ভ্রমক্রমেও সেইরূপ অমঙ্গলের বিষয় বলিয়া দেখেন না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিতে অভ্যস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন সংসার বন্ধন নাই। স্বামি-স্ত্রী পুত্রাদি সংসারের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের মোচনকল্পে ভগবান্‌কে তত্তৎস্থলে জানিতে পারিলেই নিত্যবস্তুর সান্নিধ্য লাভ হয়। সকল বস্তুতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিলেই জীবের বদ্ধদশা হইতে বিমুক্তি ঘটে।।৭৫-৭৬।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা গ্রহণ করিলেন।।৮২।।

শ্রীগৌরসুন্দর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে যতবার বিষ্ণুপূজার আয়োজন করিতেন, প্রত্যেক বারেই তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাদৃশ অর্চন-কার্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন না। পুনঃ পুনঃ অর্চনে অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অর্চন করিবার ভার প্রদান করিলেন----তিনি বলিতে লাগিলেন,----"আমি ভাগ্যহীন, মর্যাদার সহিত বিষ্ণুপূজা করিতে আমি অসমর্থ।"

এই লীলার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান করায়, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটামধ্যে বা কাননাভ্যন্তরে শ্রীগদাধর প্রভু তাঁহার অর্চন করিতেন এবং মর্যাদাপথে শিষ্যাদি স্বীকার করিয়াছিলেন। শত শত জন্ম অর্চনের ফলে ভগবন্নাম-ভজনে জীবের প্রীতি উৎপন্ন হয়। শ্রীগদাধরকে সেই শ্রেণীর কর্মফল-সাধ্য জীব জ্ঞান না করিয়া মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম বলিয়া জানা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দরের 'শিক্ষাষ্টকে' অর্চন-বিধানের চরম ফল শ্রীনাম-ভজনেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।।৯১।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্য' পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।